SANKARDEV MAITI
DEPARTMENT OF HISTORY
RAMSADAY COLLEGE
SEMESTER-4TH
CC-8

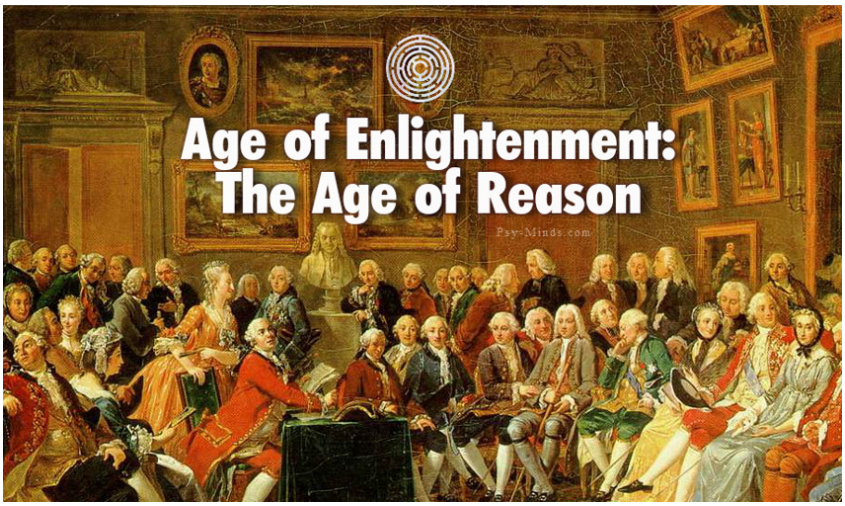

Source www.psyminds.com

জ্ঞানদীপ্তি বলতে কি বোঝায় ঃ

ইউরোপের ইতিহাসে সাধারণভাবে অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধেকে জ্ঞানদীপ্তি বা মানসিক উৎকর্ষেব বা যুক্তিবাদের যুগ বলা হয়। এই পর্বে ইউরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প সাহিত্য, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব সৃজনীশক্তি ও চেতনার উন্মেষ ঘটে। ফরাসী

ঐতিহাসিকেরা সাধারণভাবে ১৭১৫-১৭৮৯ খ্রী: সময় কালকে জ্ঞানদীপ্তির পর্ব হিসাবে চিহ্নিত করেন।

আনেকে ১৬৮৭ খ্রী: প্রকাশিত স্যার আইজাক নিউটনের Principia Mathematica গ্রন্থটিকে প্রথম জ্ঞানদীপ্ত রচনা হিসাবে চিহ্নিত করেন। জ্ঞানদীপ্তি পর্বের অপর একটি অন্যতম গুরুত্ব পূর্ণ রচনা হল দিদেরো এবং ডি-এলেমবার্টের এনসাইক্লোপিডিয়া। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের রেনেসাঁ বা নবজাগরণ যে যুক্তিবাদের জন্মদিয়েছিল তাই জ্ঞানদীপ্তির ভিত্তি রচনা করেছিল। জ্ঞানদীপ্তির প্রসারে সমকালীন দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিকরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। জ্ঞানদীপ্তির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল স্বধীনতা, যুক্তিবাদ, অগ্রগতি, সাংবিধানিক সরকার, সহিষ্ণুতা এবং চার্চ ও রাষ্ট্রের পৃথকীকরণ প্রভৃতি।

জ্ঞানদীপ্তির সঙ্গে যেসমস্ত দার্শনিকদের নাম বিশেষ ভাবে জড়িত তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন মন্তেস্কু (The Spirit of Laws, The Persian Letters), ভলতেয়ার (Candide, Letters Philosophiques), রুশো (Origin of Inequality, Contract Sociale), দিদেরো, অ্যাডাম স্মিথ (The Wealth of Nations), ডেভিড হিউম, ইমান্যুয়েল কান্ট, মেরি ওলস্টনক্রাফট (A Vindication of the Rights of Woman) প্রমুখ।

মন্তেস্কু (৬৮৯-১৭৫৫)

ভলতেয়ার (১৬৯৪-১৭৭৮)

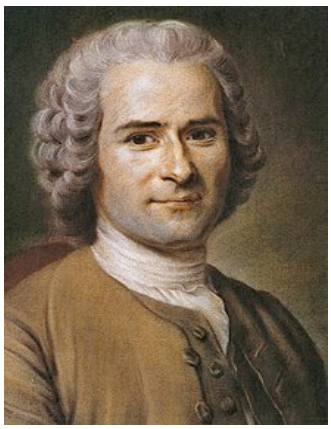

রুশো (১৭১২-১৭৭৮)

Source: wikipedia.org

জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচার ঃ

জ্ঞানদীপ্তি সমকালীন দার্শনিকদের পাশাপাশি ইউরোপের অভিজাত ও শাসক বর্গকেও গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। যারফলে তারা প্রজাদের কল্যানের জন্য বেশকিছু উদারনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহন করেন। জ্ঞানদীপ্তির প্রভাবে স্বৈরতন্ত্র ও ঈশ্বরপ্রদত্ত ক্ষমতার তত্ত্বে বিশ্বাসী ইউরোপীয় শাসকবর্গের এই উদার নৈতিক কার্যকলাপই ইতিহাসে জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচার নামে পরিচিত।

জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসকদের মধ্যে অন্যতম হলেন প্রশিয়ার সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডারিক (১৭৪০-১৭৮৬), অস্ট্রিয়ার সম্রাট দ্বিতীয় যোসেফ (১৭৮০-১৭৯০), রুশ সাম্রাজ্ঞী দ্বিতীয় ক্যাথরিন (১৭৬২-১৭৯৬), সুইডেনের রাজা তৃতীয় গুস্তাভ, স্পেনের তৃতীয় চার্লস, টাস্কনির লিওপোল্ড এবং পর্তুগালের প্রথম চার্লস প্রমুখ।

দ্বিতীয় ফ্রেডারিক

দ্বিতীয় যোসেফ

দ্বিতীয় ক্যাথারিন

Source: wikipedia.org

জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারের বৈশিষ্ট্য ঃ

১. জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসকেরা সকলেই নতুন যুক্তিবাদী চিন্তাধারার অনুরাগী ছিলেন।

২. জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসকেরা বিশ্বাস করতেন যে, রাজার প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য হল প্রজাবর্গের সেবা ও কল্যান সাধন।

৩. চার্চের ক্ষমতা হ্রাস এবং পরধর্মসহিষ্ণুতার আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন এই শাসকেরা।

৪. জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসক বর্গের লক্ষ্য ছিল প্রজাহিতৈষণা। এজন্য তারা সামাজিক, অর্থনৈতিক, বিচার বিভাগীয় ও শিক্ষা সংক্রান্ত নানা সংস্কার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন।

৫. তবে এই জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসকেরা প্রজাদের কোনো রাজনৈতিক অধিকার প্রদান বা নিজেদের স্বৈরাচারী ক্ষমতা হ্রসের পক্ষপাতী ছিলেননা।

তথ্য সহায়তা

জীবন মুখোপাধ্যায়, *আধুনিক ইউরোপ ও বিশ্ব* , শ্রীধর পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৫, পৃঃ ৩-৪।

wikipedia.org